শিক্ষণ সম্পর্কে পরিজ্ঞানবাদ বা সামগ্রিকতাবাদ বা গেষ্টাল্ট মতবাদ

॥ ৫ ॥ শিক্ষণের ব্যাখ্যায় পরিজ্ঞানবাদ বা গেস্টাল্ট মতবাদ (The insight Theory or the Gestalt theory of Learning)

গেস্টাল্ট বা সমগ্রতাবাদি মনোবিদ্‌গণ থর্নডাইকের 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' মতবাদের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। থর্নডাইক যে সব পরীক্ষণ করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, একটি বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে যে ধরনের ক্রিয়া করার দক্ষতা প্রয়োজন তাঁর পরীক্ষণাধীন প্রাণী সেই দক্ষতা শিক্ষা করেছে মাত্র। বস্তুত, থর্নডাইকের পরীক্ষণসমূহের উদ্দেশ্যেই যেন ছিল প্রাণীকে এই ধরনের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা। এই সকল পরীক্ষণের ভিত্তিতেই থর্নডাইক সিদ্ধান্ত করলেন যে, 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' নীতির সাহায্যেই প্রাণী শিক্ষালাভ করে এবং এটিই হল সকল প্রকার শিক্ষণের মূল নীতি। পরীক্ষণকালে থর্নডাইক পরীক্ষণাধীন প্রাণীকে এমন পরিস্থিতিতে স্থাপন করেছেন, যেখানে প্রাণীর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ এবং ওই সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্রের মধ্যে সমস্যার সমাধানের কোন ইঙ্গিতই নেই।

থর্নডাইকের পরীক্ষাধীন প্রাণীর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে খুবই সীমাবদ্ধ ছিল

শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রতি গেস্টাল্টবাদি মনোবিদ্ কোহ্লার (Kohler) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কোহ্লার বলেন যে, থর্নডাইক যে ধরনের খাঁচা ব্যবহার করেছেন তা বিড়ালের পক্ষে বেশ কঠিন ছিল। খাঁচার দরজার ছিট্‌কিনি বিড়ালের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রের মধ্যে ছিল না বলেই বিড়ালকে বারংবার ভুল প্রচেষ্টা করতে হয়েছে। সমগ্র পরিস্থিতি যদি প্রত্যক্ষের আওতার মধ্যে না থাকে, তাহলে মানুষও কোন সমস্যার সমাধানে বিড়ালের মতো আচরণ করবে। মনে করা যাক একটি মানুষকে একটি ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ওই ঘরের কোন একটি জায়গায় একটি বৈদ্যুতিক বোতাম আছে। বোতামটি টিপলেই ঘরের দরজা খুলে যাবে। কিন্তু বোতামটি কোথায় আছে, কিংবা ঘর থেকে বের হতে হলে কি করতে হবে—এইসব সম্পর্কে কোন ইঙ্গিতই মানুষটিকে দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে মানুষটি ঘর থেকে বের হবার জন্য অন্ধের মতো এলোপাতাড়ি চেষ্টা করবে।[৮] এইজন্যই কোহ্লার অভিযোগ করেছেন যে, থর্নডাইক তাঁর পরীক্ষণাধীন প্রাণীর নিকট জটিল এবং কঠিন সমস্যা স্থাপন করেছেন। সমগ্র সমস্যা ও তার সমাধানের সূত্র ওইসব প্রাণীর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রের মধ্যে উপস্থিত ছিল না। সংক্ষেপে, প্রাণী পরিস্থিতিকে সমগ্রভাবে অবধারণ করতে সমর্থ হয়নি বলেই এত রকমের ভুল প্রচেষ্টা করতে হয়েছে।

শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে

গেস্টাল্টবাদিগণের মতে, শিক্ষণ কোন অন্ধ ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি (insight) থাকে। দ্রুত শিক্ষণের অনেক নমুনা দেখিয়ে কোহ্লার বলেন যে, এইসব নমুনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণী সমস্যাটির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝে নিতে পেরেছে। যেখানেই প্রাণীর পক্ষে সমস্যাটি সমগ্রভাবে অবধারণ করা সম্ভব হয়, সেখানেই প্রাণীর আচরণে পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পরিস্ফুট হয়। থর্নডাইক তাঁর পরীক্ষণাধীন প্রাণীর আচরণে যে সব 'বোকার মতো ভুল' (stupid errors) লক্ষ্য করেছেন, তা তখনই দেখা যায়, যখন সমস্যাটি প্রাণীর পক্ষে কঠিন থাকে। গেস্টাল্টবাদি কফ্কা (Koffka) বলেন যে, থর্নডাইক যে সব খাঁচা ব্যবহার করেছেন সেগুলি তাঁর পরীক্ষণাধীন বিড়ালের পক্ষে খুবই জটিল ও কঠিন ছিল এবং সেইজন্যই খাঁচা থেকে বাইরে আসার চেষ্টায় বিড়াল এলোপাতাড়ি আচরণ করেছে।

শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি থাকে

শিক্ষণের ক্ষেত্রে যখন আমরা কোন প্রতিক্রিয়া করি, তখন কি আমরা কোন বিশেষ উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়া করি, না, বাহ্য পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ রয়েছে তাতে প্রতিক্রিয়া করি? এ প্রশ্নের সমাধানে কোহ্‌লার একটি মনোজ্ঞ পরীক্ষণ করেছেন। তিনি দুটি মুরগীকে একটি তারের খাঁচার মধ্যে রেখে খাঁচার বাইরে দুটি কাঠের পাত্রে শস্যকণা রাখলেন। এই দুটি কাঠের পাত্রের মধ্যে একটি হালকা রঙের এবং অপরটি গাঢ় রঙের। পাত্র দুটি খাঁচার নিকট এমনভাবে রাখা হল যে, দরজা একটু ফাঁক করলেই যাতে মুরগী খাঁচা থেকে কেবল গলা বাড়িয়ে পাত্র থেকে শস্যকণা খেতে পারে। যখনই মুরগী হাল্‌কা রঙের পাত্র থেকে শস্যকণা খাওয়ার চেষ্টা করে, তখন মুরগীকে ভয় দেখিয়ে বাধা দেওয়া হয়, কিন্তু গাঢ় রঙের পাত্র থেকে শস্যকণা খেতে গেলে কোন বাধাই দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে আবার পাত্র দুটির স্থান পরিবর্তন করা হত, অর্থাৎ হালকা রঙের পাত্রটি গাঢ় রঙের পাত্রের জায়গায় এবং গাঢ় রঙের পাত্রটি হালকা রঙের পাত্রের জায়গায় রাখা হত। ৪০০ থেকে ৬০০ বার পরীক্ষণের পর মুরগী দুটি হালকা রঙের পাত্র পরিহার করে গাঢ় রঙের পাত্র থেকে শস্যকণা গ্রহণ করার অভ্যাস আয়ত্ত করে ফেললো। এর পর শুরু হল কোহ্‌লারের চূড়ান্ত পরীক্ষণ।

কোহ্‌লারের মুরগী নিয়ে পরীক্ষণের বর্ণনা

তিনি গাঢ় রঙের পাত্র যেমন আছে তেমনই রাখলেন, কিন্তু হাল্‌কা রঙের পাত্র সরিয়ে দিয়ে সেখানে অধিকতর গাঢ় রঙের একটি পাত্র রাখলেন এবং উভয় পাত্রেই সম পরিমাণ শস্যকণা রাখলেন। দেখা গেল যে, মুরগী দুটি পূর্বেকার অভ্যস্ত গাঢ় রঙের পাত্রের দিকে না গিয়ে অধিকতর গাঢ় রঙের পাত্র থেকে শস্যকণা গ্রহণ করছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় পাত্রটিই 'অধিকতর গাঢ়'। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মুরগীর মতো নির্বোধ প্রাণীও বিচ্ছিন্ন উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়া না করে উদ্দীপকসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করে প্রতিক্রিয়া করে। কোহ্‌লার শিম্পাঞ্জী এবং মানব শিশুর ক্ষেত্রেও এই ধরনের পরীক্ষণ করে একই ফল পেয়েছেন। কোহ্‌লার তাই বলেছেন যে, মানুষ কোন পরিস্থিতির বিচ্ছিন্ন অংশে প্রতিক্রিয়া করে না, পারস্পরিক সম্বন্ধে যুক্ত একটি সমগ্র পরিস্থিতিকে অবধারণ করে তবে প্রতিক্রিয়া করে।

পারস্পরিক সম্বন্ধে যুক্ত একটি সমগ্র পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে প্রতিক্রিয়া করা হয়

শিক্ষণ সম্পর্কে শিম্পাঞ্জী নিয়ে কোহ্‌লার যে-সব পরীক্ষণ করেছেন, তা মনোবিদ্যার ইতিহাসে খুবই প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। আফ্রিকার উপকূলভাগে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের টেনেরিফ্ (Tenerife) দ্বীপে ১৯১৩ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোহ্‌লার শিম্পাঞ্জী নিয়ে এইসব পরীক্ষণ করেন। একটি পরীক্ষণে কোহ্‌লার একটি ক্ষুধার্ত শিম্পাঞ্জীকে খুব উঁচু ছাদবিশিষ্ট একটি খাঁচার ভিতর রেখে ছাদ থেকে কলা ঝুলিয়ে দিলেন এবং একটি হালকা বাক্স এক কোণে ফেলে রাখলেন। যেখান থেকে কলা ঝুলছে তার নিচে বাক্সটিকে টেনে এনে বাক্সের উপর চড়ে লাফ দিলেই কলার নাগাল পাওয়া যায়। কিন্তু শিম্পাঞ্জীটি এর পূর্বে কখনও বাক্সের সাহায্য নিয়ে কিছু করেনি বলে বাক্সটির কোন সার্থকতা বুঝতে পারলো না। শিম্পাঞ্জী বহুক্ষণ ধরে লাফালাফি করলো, দেওয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করলো, কিন্তু কলার নাগাল পেল না। অবশেষে পরীক্ষক নিজে খাঁচার মধ্যে ঢুকে বাক্সটি টেনে এনে এবং তার উপর চড়ে দেখিয়ে দিলেন কি ভাবে কলার নাগাল পাওয়া যায়। এরপর তিনি বাক্সটিকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে খাঁচার বাইরে চলে এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শিম্পাঞ্জী বাক্সটি টেনে এনে কলার ঠিক নিচে রেখে তাঁর উপর চড়লো ও লাফ দিয়ে কলা ছিঁড়ে নিল।

শিম্পাঞ্জী নিয়ে একটি পরীক্ষণের বর্ণনা

কোহ্‌লার এই পরীক্ষণই অপর একটি শিম্পাঞ্জীকে নিয়ে করেছেন। এই দ্বিতীয় শিম্পাঞ্জীটি মোটেই বুদ্ধিমান নয়। এই শিম্পাঞ্জীটি অন্যান্য শিম্পাঞ্জীকে বাক্সের উপর চড়ে কলা পেড়ে আনতে দেখেছে, কিন্তু নিজে কোনদিন হাতে-কলমে এইভাবে চেষ্টা করেনি। শিম্পাঞ্জীটি অন্যান্য শিম্পাঞ্জীর কার্যকলাপ থেকে কিছু শিক্ষা লাভ করেছে কিনা জানার জন্য কোহ্‌লার শিম্পাঞ্জীটিকে অনুরূপ পরিস্থিতির মধ্যে ছেড়ে দিলেন। দেখা গেল শিম্পাঞ্জীটি উক্ত পরিস্থিতির কোনই সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। শিম্পাঞ্জী দৌড়ে বাক্সের কাছে গেল; কিন্তু বাক্সকে টেনে কলার নিচে না এনে সে বাক্সের উপর চড়ে বসলো এবং নানারকম লম্ফ-ঝম্ফ শুরু করে দিল। কখনও আবার বাক্স থেকে নেমে মেঝে থেকেই লাফ দিয়ে কলা ধরার চেষ্টা করলো।

কোহ্লার বলেছেন যে, এই পরীক্ষণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতিকে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করতে না পারলে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া করতে হবে তা শিক্ষা করা যায় না। প্রথম শিম্পাজীটি যতক্ষণ পর্যন্ত দেখিয়ে দেওয়া না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্স এবং কলার মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেনি। যখনই এই সম্বন্ধটি স্পষ্ট হয়েছে, তখন বাক্সটি আর বিচ্ছিন্ন একটি বাক্স থাকেনি। তা তখন খাদ্য লাভ করার 'সহায়ক' (implement) বা উপায়ে পরিণত হয়েছে। গেস্টাল্টবাদিগণের ভাষায়, যে মুহূর্তে অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারা গিয়েছে, সেই মুহূর্তেই 'ছেদ বা ফাঁক পূরণ' (closure) হয়েছে। দ্বিতীয় শিম্পাঞ্জীটিও জানতো যে, কলার নাগাল পেতে হলে বাক্স এবং লাফ দেওয়া উভয়ই প্রয়োজন। কিন্তু এদের কিভাবে সম্বন্ধযুক্ত করলে পরিস্থিতি সমগ্রতা লাভ করবে এবং এইসব বিচ্ছিন্ন জিনিস অর্থপূর্ণ হবে তা শিম্পাঞ্জীটি বুঝে উঠতে পারেনি।

পরিস্থিতিকে সমগ্রভাবে অবধারণ করতে না পারলে সঠিক প্রতিক্রিয়া শেখা যায় না

শিম্পাঞ্জী নিয়ে কোহ্‌লার যে সব পরীক্ষণ করেছেন তাদের মধ্যে সুলতান নামে একটি শিম্পাঞ্জীকে নিয়ে পরীক্ষণই খুব মনোজ্ঞ ও চমকপ্রদ। কোহ্‌লারের পরীক্ষণাধীন শিম্পাঞ্জীগুলির

মধ্যে সুলতানই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিল। সুলতানকে একটি খাঁচার মধ্যে রাখা হল এবং খাঁচার বাইরে কিছু দূরে কলা রাখা হল। খাঁচার মধ্যে দুটি লাঠি রাখা ছিল। একটি লাঠি ছোট ও সরু, অপরটি অপেক্ষাকৃত বড় ও মোটা। কিন্তু ওই দুটি লাঠির কোনটির সাহায্যেই খাঁচার বাইরে রাখা কলার নাগাল পাওয়া যায় না। লাঠি দুটির মধ্যে বড় লাঠিটির দুই দিকেই ফাঁপা। কাজেই ফাঁপা প্রান্তের মধ্যে অপর লাঠিটি ঢুকিয়ে দিলেই দুটি লাঠি যুক্ত হয়ে একটি লম্বা লাঠিতে পরিণত হবে এবং লম্বা লাঠির সাহায্যে কলা টেনে আনা যাবে। সুলতান নানাভাবে চেষ্টা করলো, কখনও হাত বাড়িয়ে, কখনও ছোট লাঠিটি দিয়ে, কখনও বড় লাঠি দিয়ে; কিন্তু কিছুতেই কলার নাগাল পেল না। এর পর সুলতান একটি লাঠিকে খাঁচার বাইরে যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত ঠেলে দিল। পরে অপর লাঠিটি দিয়ে প্রথম লাঠিকে ঠেলতে

কোহ্‌লারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরীক্ষণের বর্ণনা

ঠেলতে কলার গায়ে লাগিয়ে দিল। কলার গায়ে লাঠিটি লাগায় সুলতান খুব খুশী হলেও এর ফলে কলা পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত সুলতান যখন কোন প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান করতে পারলো না, তখন কোহ্লার নিজে ফাঁপা লাঠিটির মুখে নিজের আঙ্গুল ঢুকিয়ে সুলতানকে সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ইঙ্গিত দিলেন। কিন্তু সুলতানের নিকট এই ইঙ্গিত ব্যর্থ হল। প্রায় ঘন্টা খানেক ব্যর্থ চেষ্টার পর সুলতান চেষ্টা করা ছেড়ে দিল। চেষ্টা করা ছেড়ে দিলেও সুলতান কিন্তু লাঠি দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করা ছাড়েনি। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পরই সুলতান একটি লাঠি বাম হাতে ও অপরটি ডান হাতে নিয়ে ডান হাতের লাঠিটি বাম হাতের লাঠির ফাঁপা মুখে ঢুকিয়ে দিল। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সুলতান এই নতুন লম্বা লাঠি নিয়ে দৌড়ে খাঁচার ধারে গিয়ে কেবল যে কলা টেনে আনলো তাই নয়, আশেপাশে যত সব পাথরের ছোট ছোট নুড়ি ছিল সেগুলিকেও টেনে কাছে নিয়ে এল। পর দিন সুলতানকে আবার অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন করায় দেখা গেল যে, দুই-একবার চেষ্টার পরই সুলতান লাঠি দুইটি যুক্ত করে কলা টেনে আনতে সমর্থ হয়েছে।

এই পরীক্ষণ থেকেও সমর্থিত হচ্ছে যে, সমস্যার বিভিন্ন অংশগুলিকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও পরে তারা একটি সংগঠিত মূর্তি লাভ করে। গেস্টাল্ট মনোবিদ্‌গণের মতে, শিক্ষণ উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগসূত্র নয়। একটি পরিস্থিতি বা সমস্যার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক যখন অবধারণ করা হয়, উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও এদের অর্থ সম্বন্ধে যখন একটি সমগ্র ছবি প্রাণীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়, তখনই প্রাণীর 'পরিজ্ঞান' বা 'অন্তর্দৃষ্টি' (insight) জাগে। পরিজ্ঞানের সাহায্যেই শিক্ষণ নিষ্পন্ন হয়। শিম্পাঞ্জী অন্ধ 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনে'র (trial and error) মাধ্যমে শিক্ষা করেনি, কিংবা মানুষের মতো বিচারবুদ্ধির সাহায্যেও সমস্যার সমাধান করেনি। সমগ্র অবস্থাটি যেন বিদ্যুৎ চমকের মতো তার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে।

শিক্ষণ উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোগসূত্র নয়, ইহা পরিজ্ঞানের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়

পরিজ্ঞান বা অন্তদৃষ্টি কোন রহস্যময় অতীন্দ্রিয় শক্তি নয়। সমস্যাটির পূর্ণরূপ যখন মনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে এবং বিচ্ছিন্ন অংশগুলির সাথে সমগ্র সমস্যাটির সম্বন্ধ পরিপূর্ণরূপে বুঝতে পারা যায়, তখন তাকেই 'পরিজ্ঞান' বলা হয়। পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ ও অর্থ উপলব্ধি করার নামই 'পরিজ্ঞান'। পরিজ্ঞান এক রকমের প্রত্যক্ষণ-প্রক্রিয়া (mode of perception)। পরিজ্ঞানে প্রত্যক্ষণ-ক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাস ঘটে। এই পুনর্বিন্যাস দুই ভাবে হতে পারে। একটি সরল ও সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে নতুন নতুন আরও খণ্ডাংশ যুক্ত করে পরিস্থিতিটির গণ্ডী বাড়ানো যেতে পারে। একে 'সমাকলন' (integration) বলে। অথবা, প্রথম দৃষ্টিতে যে সব উপাদানকে বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন বলে মনে হচ্ছে, তাদের অন্তর্নিহিত সঙ্গতি ও সম্পর্ক আবিস্কৃত হতে পারে। একে 'গঠন' (structurisation) বলে। গেস্টাল্টবাদিগণের মতে, সকল প্রকার শিক্ষণের মূলে থাকে পরিজ্ঞান। এমন কি সাপেক্ষ প্রতিবর্তের সাহায্যে শিক্ষণের মধ্যেও পরিজ্ঞান থাকে। প্যাভ্‌লভের পরীক্ষণাধীন কুকুর কিংবা থর্নডাইকের বিড়ালের বেলায় পরিজ্ঞান খুব

পরিজ্ঞানের স্বরূপ

ধীর গতিতে জেগেছে। তবে পরিজ্ঞান সাধারণত হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আবির্ভূত হয়। হার্টম্যান্ (Hartman) বলেন যে, পরিজ্ঞান এক ধরনের প্রত্যক্ষণ পদ্ধতি। একটি পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিস্থিতির অখণ্ড রূপ ফুটে উঠতে পারে না, তা অসম্পূর্ণ থাকে। পরিস্থিতিটি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না বলেই 'সমস্যা'র সৃষ্টি হয়েছে। যখনই পরিস্থিতিটির সম্পূর্ণ চিত্র অবধারণ করা যাবে, তখনই সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে।

শিক্ষণের ক্ষেত্রে গেস্টাল্টবাদিগণ প্রত্যক্ষকে (perception) প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। শিক্ষণের মূলে আছে প্রত্যক্ষজনিত অবধারণ (perceptual comprehension)। প্রত্যক্ষের বেলায় বিষয়বস্তুতে কোন ফাঁক বা অসম্পূর্ণতা থাকলে আমরা তা অগ্রাহ্য করে বিষয়বস্তুকে পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট মনে করি। শিক্ষণের ক্ষেত্রেও এই ফাঁক পূরণ (closure)ঘটে থাকে। শিম্পাঞ্জী খাঁচার মধ্যে আছে, এর বাইরে রয়েছে কলা। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে 'ফাঁক' রয়েছে। শিম্পাঞ্জীর মনে হল যে, লাঠি দুটি একত্র করলে কলার নাগাল পাওয়া যাবে। শিম্পাঞ্জী আছে খাঁচার ভিতরে, বাইরে বেশ কিছু দূরে আছে কলা, খাঁচার মধ্যে আছে দুটি লাঠি। শিম্পাঞ্জী সবই দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু এই সবের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারছে না বলে সমগ্র চিত্রটি তার সম্মুখে ফুটে উঠতে পারছে না।

শিক্ষণের মূলে থাকে প্রত্যক্ষজনিত অবধারণ

শিক্ষণের ক্ষেত্রে ফাঁক বা ব্যবধান পূরণের প্রক্রিয়া বর্তমান

যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারলো যে, খাঁচা এবং কলার মধ্যেকার 'ব্যবধান' (gap) লাঠি দুটি যুক্ত করলেই অতিক্রম করা যায়, সেই মুহূর্তেই খাঁচা-কলা-দুটি-লাঠিরূপ সমগ্র পরিস্থিতির 'পুনর্বিন্যাস' ঘটলো এবং শিম্পাঞ্জীর মধ্যে পরিজ্ঞানের উদ্ভব হল।

এইজন্যই গেস্টাল্টবাদিরা বলেন যে, সমস্ত শিক্ষণই সমস্যার সমাধান (all learning is problem-solving)। সমস্যার সমাধান বলতে তাঁরা ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন (re-structurisation) বুঝে থাকেন। শিক্ষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কফ্‌কা (Koffka) তাই বলেছেন যে, **শিক্ষণ হল পরিবেশ বা পরিস্থিতির নতুন গঠন ও বিন্যাস** (re-organisation of the situation)। এই নতুন গঠন ও বিন্যাস এক চমকে ঘটে থাকে, অন্ধ প্রচেষ্টার ফলে বা যান্ত্রিকভাবে ঘটে না।

শিক্ষণে পরিস্থিতির পুনর্বিন্যাস ঘটে

সমালোচনা : গেস্টাল্টবাদিদের শিক্ষণ সংক্রান্ত মতবাদ মূলত থর্নডাইকের 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের দ্বারা শিক্ষণ' কিংবা প্যাভ্‌লভের 'সাপেক্ষীকরণের দ্বারা শিক্ষণ' সংক্রান্ত মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র। শেষোক্ত দুটি মতবাদ অনুষঙ্গবাদের (associationism) উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু পরিজ্ঞানবাদ (insight theory) এদের মতো যান্ত্রিক মতবাদ নয়। পরিজ্ঞানবাদের মধ্যে উচ্চতর মানসিক অবস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

পরিজ্ঞানবাদ যান্ত্রিক মতবাদ নয়

শিক্ষণের ক্ষেত্রে 'পরিজ্ঞান' বা 'অন্তর্দৃষ্টি' পদটির নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়েছে। পরিজ্ঞানকে দু'ভাবে বুঝে নেওয়া যায়। প্রথমত, একে একটি বর্ণনামূলক (descriptive)

পদ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কোন শিশু যখন কোন একটি যান্ত্রিক খেল্‌না গাড়ী চালানোর কৌশল দ্রুত ও নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করে, তখন আমরা বলি যে, শিশুটির অন্তর্দৃষ্টি আছে।

গেস্টাল্টবাদিরা 'পরিজ্ঞান' কথাটিকে কখনও বর্ণনামূলক, কখনও ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব হিসাবে ব্যবহার করেছেন

দ্বিতীয়ত, পরিজ্ঞান পদটিকে ব্যাখ্যামূলক (explanatory) অর্থেও নেওয়া যেতে পারে। আমরা যখন বলি যে, প্রাণী পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখে, তখন পরিজ্ঞান কথাটিকে ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব হিসাবে নেওয়া হয়। গেস্টাল্ট মনোবিদ্‌গণ 'পরিজ্ঞান' কথাটিকে কখনও বর্ণনামূলক পদ হিসাবে, আবার কখনও ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব হিসাবে ব্যবহার করেছেন। গেস্টাল্টবাদিরা পরিজ্ঞানকে যখন 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' মতবাদ কিংবা সাপেক্ষীকরণ মতবাদের মতো একটি ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে চান, তখনই অন্যান্য মনোবিদ্‌ পরিজ্ঞানের মধ্যে রহস্যময়তার অভিযোগ করেন।

প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধন মতবাদ উপেক্ষা করা যায় না

অনেকে আবার এমন অভিযোগ করেছেন যে, যাকে পরিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষণ বলা হয়েছে, সেখানে পরিজ্ঞান উদ্ভূত হওয়ার পূর্বে কতবার ব্যক্তিকে 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, তা কে বলবে। বারে বারে চেষ্টা করতে করতে তবেই পরিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটতে দেখা গিয়েছে। কাজেই, শিক্ষণের ক্ষেত্রে 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' মতবাদকে উপেক্ষা করা যায় না।

এ ছাড়াও, সমগ্র পরিস্থিতি একটি বারে শিক্ষার্থীর নিকট পরিষ্কার নাও হতে পারে। পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি কোথাও বা অগ্রদৃষ্টি (foresight), আবার কোথাও পশ্চাৎদৃষ্টি (hindsight)।

পরিজ্ঞান কোথাও অগ্রদৃষ্টি, আবার কোথাও তা পশ্চাৎদৃষ্টি

শিম্পাঞ্জী যখন দুটি লাঠি জোড়া লাগিয়ে খাবার টেনে আনতে গেল, তখন সে অগ্রদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিল, কেননা সেই মুহূর্তে চেষ্টা করার পূর্বেই সে বুঝেছিল যে, এই প্রচেষ্টায় সে সফল হবে। আবার, 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন'এর মাধ্যমে শিক্ষণের মধ্যে পশ্চাৎদৃষ্টির পরিচয় আছে। খাঁচায় আবদ্ধ বিড়াল খাঁচা থেকে বের হবার পূর্বে বুঝতে পারেনি যে, এইভাবে ছিটকিনি টানলে খাঁচার দরজা খুলে যাবে। বিড়াল নানাভাবে চেষ্টা করে এবং একটিভাবে চেষ্টার ফলে খাঁচার বাইরে আসতে পারে। অর্থাৎ খাঁচার বাইরে আসার পরে বিড়াল বুঝতে পারে যে, এই বিশেষ প্রকার চেষ্টার ফলেই খাঁচার দরজা খুলেছে। একে পশ্চাৎদৃষ্টি বলে। লক্ষ্যে পৌঁছুনোর পূর্বেই লক্ষ্যে পৌঁছুনোর পথ দেখতে পাওয়া অগ্রদৃষ্টির পরিচায়ক এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর পথটিকে ঠিক পথ বলে বুঝতে পারার মধ্যে পশ্চাৎদৃষ্টির পরিচয় আছে। সমগ্র পরিস্থিতিটি যেখানে খুবই স্পষ্ট, সেখানে চেষ্টা করার পূর্বেই কিভাবে চেষ্টা করলে সমস্যার সমাধান হবে তা বুঝে নেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে অগ্রদৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যেখানে পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি প্রত্যক্ষের আওতার মধ্যে থাকে না, সেখানে পশ্চাৎদৃষ্টির বেশী কিছু আশা করা যায় না, অর্থাৎ এইসব ক্ষেত্রে প্রাণীকে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে দেখতে হবে কোন্ প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান হয়।

এসব সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিজ্ঞানবাদ যথেষ্ট মূল্যবান মতবাদ। পরিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষণ স্বল্প সময়ে সাধিত হয়। এই পদ্ধতি পাঠ্য বিষয়ের অথবা কোন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করে বিষয়টির সামগ্রিক রূপের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় তা শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান। গেস্টাল্ট মতবাদ শিক্ষণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং লক্ষ্য বা অভিপ্রায়ই হল শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কাজেই, এইদিক থেকেও শিক্ষণ সম্পর্কে গেস্টাল্ট মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তবুও শিক্ষণ সম্পর্কে এই মতবাদই একমাত্র গ্রহণযোগ্য মতবাদ, এমন কথা স্বীকারযোগ্য নয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিজ্ঞানবাদ যথেষ্ট মূল্যবান

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ